চণ্ডীদাস

নিউ থিয়েটার্স লিমিটেড

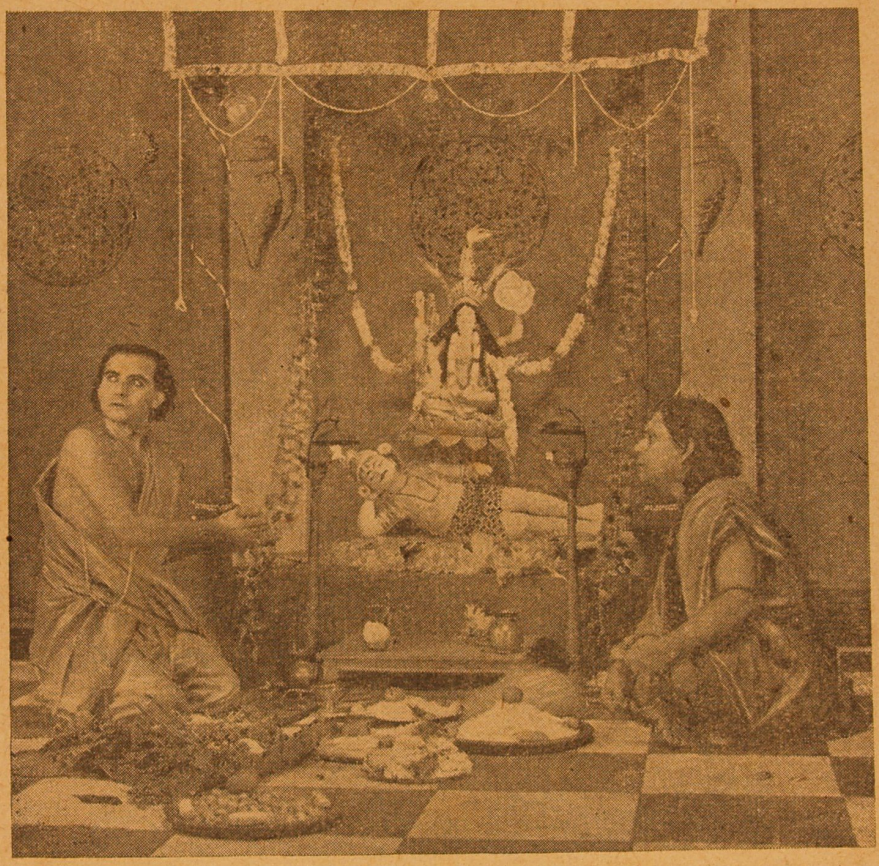

—চিত্র পরিবেশক—

অরোরা ফল্ম কর্পোরেশন্

১২৫, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা

CHANDIDAS 1932

চরিত্র

চণ্ডীদাস	...	দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়
বিজয় নারায়ণ	...	অমর মল্লিক
আচার্য্য	...	মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য
বটুক	...	ধীরেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রীদাম	...	কৃষ্ণচন্দ্র দে (অন্ধ-গায়ক)
চাটুয্যে	...	চানী দত্ত
রামী	...	উমাশশী
কঙ্কণ	...	সুনীলা
পরিচালক ও কথাশিল্পী		দেবকী কুমার বসু
সঙ্গীত পরিচালক	...	রাইচাঁদ বড়াল (অবৈতনিক)
চিত্রশিল্পী	..	নীতীন বসু
শব্দযন্ত্রী	...	মুকুল বসু
ব্যবস্থাপক	..	অমর মল্লিক
রসায়নাগার অধ্যক্ষ		সুবোধ গাঙ্গুলী

চণ্ডীদাস

পাঁচশো বছর আগেকার কথা।

এই বাঙ্গালারই এক পল্লীভূমিতে জাগ্রতা দেবী বাশুলীর মন্দিরে পূজারীর কাজ করিতেন তরুণ কবি চণ্ডিদাস। ধোপার মেয়ে রামী সেই মন্দিরের বাহিরে অঙ্গন মার্জ্জন করতো। কবি চণ্ডিদাস মন্দিরের কাজের অবসরে স্বরচিত গীত গুণ-গুণ করে গাইতেন—রামী মুগ্ধ হয়ে শুনতো—এবং সে ও গাইত। এমনি করে যখন কিছু কাল কেটে গেল তখন—ব্রাহ্মণের ছেলে হয়েও চণ্ডিদাস ধোপার মেয়ে বিধবা রামীকে এমনি ভালবাসলেন যে মন্দিরের কাজ ছেড়ে মাছ-ধরার অছিলায় তিনি প্রায়ই এমন একসময়ে একটী বিশেষ পুকুরের পাড়ে এসে বসতেন যার ওপারে ঠিক সেই সময়ে—রামী আসতো ধোপার ভাঁটীর ওপরে কাপড় কাচবার জন্য।

পুকুরের এপার থেকে রামীর চোখ হতে যে-শর নিক্ষিপ্ত হ'তো—তাতে চণ্ডিদাসের মাছ-ধরার চার রোজই ঘুলিয়ে যেত; কিন্তু তাতে কি-ই বা এসে যায়।

রামী চণ্ডীদাসকে ভালবাসতো। মনে মনে সে চণ্ডীঠাকুরকে পূজা করতো। বাইরে কিন্তু রামী ছিল চণ্ডিদাসের কাছে কখনও একটী প্রহেলিকা, কখনও বা একেবারে নিষ্ঠুরা।

এমনি একদিন এক সকালে পুকুর ঘাটে কাপড় কাচতে-কাচতে রামী আপন মনে গান গাচ্ছিল, "বঁধু কি আর বলিব তোরে, অলপ বয়সে পিরীতি করিয়া রহিতে না দিলি ঘরে—সে গান গাচ্ছিল চণ্ডিদাসেরই রচিত গীতি, আর ভাবছিল তাঁকেই—। হঠাৎ দৃষ্টি পড়লো ওপারে—হায়, ঠাকুরটী ঠিক এসে দাঁড়িয়েছেন ছিপ হাতে ওপারে এক কাঠ-করবীর ঝোঁপের পাশে। আজ হঠাৎ রামীর চিত্তে শাশ্বত তরুণ মনের চাঞ্চল্য জেগে উঠলো তার সঙ্গীতে, তার ভঙ্গীতে, তার চক্ষের চাহনীতে! চণ্ডীদাসকে লক্ষ্য করে রামী চণ্ডীদাসেরই রচিত গানের একটি চরণ বার বার বিচিত্র ভঙ্গীতে গাইল। সে যেন চণ্ডীদাসেরই কাছে জানতে চায় যে, এই যে এমন করে রামী তাকে ভালবাসলো এখন উপায় কি হবে গো? চণ্ডীদাস উত্তর খুঁজে পান না, উত্তর যদি বা মনে আসে কিন্তু মুখে আসে না। শেষে রামী যখন গান ছেড়ে দিয়ে রাগ করে মুখ ফিরিয়ে নিল তখন চণ্ডীদাস তার উত্তর খুঁজে পেলেন—"চণ্ডীদাস কয় তখনি জানিবে পিরীতি কেমন জ্বালা।" রামীর মনে হল চণ্ডীদাসের সেই কণ্ঠস্বরে, সেই গানে, সেই ঝঙ্কারে বিশ্বের আর সব কোলাহল যেন ডুবে গেছে, সে নিজেকে নিঃশেষে সেই সবভোলা সাগরের মাঝে ডুবিয়ে দিল।

কিন্তু সে কতক্ষণ! বাঁশ ঝাড়ের পাশে এসে রামীর সেই কাঁকনমালা এতক্ষণ এই সব "ঢলাঢলি" দেখছিল; এখন সে জলের কলসীটীকে ক্রোধচঞ্চল কোমরের উপর জোর করে চেপে বসিয়ে, পৈঁছে দুলিয়ে, কাঁকন বাজিয়ে, তার পায়ের আঘাতে বনতলকে আহত করে রামীর ধ্যানমগ্ন মুখের কাছে এসে দাঁড়াল। রামী বুঝেছিল তার প্রিয় সখি ক্রুদ্ধ হয়েছেন—তাই সে তার রাগ-রক্তিম গাল দুটি টিপে দিয়ে বলেছিল—"সখি সুখের সাগরে

দুখ উপজি. ভাগিল যৌবন মোর!" কাঁকনের রাগ মিটল না, সে রামীকে গাল দিয়ে চণ্ডীদাসের দিকে ক্রুদ্ধ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে ঘরে ফিরে গেল।

কাঁকনের রাগে রামী হেসেছিল কিন্তু পুকুরের আর এক পাড়ে এক ঝোপের পাশে লুকিয়ে গ্রামের জমিদার বিজয়নারায়ণ আর তার পার্শ্বচর বটুককে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে রামীর মুখের হাসি মিলিয়ে গেল। তাই সেদিন বাড়ী ফেরবার পথে চণ্ডীদাসকে অন্যদিনের মত পথের পাশে গাছের আড়ালে তারই দর্শন আশায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে কঠিন কণ্ঠে বলেছিল—"আর যদি কোনদিন তুমি পুকুর ঘাটে এসো তাহলে আমি আর এখানে আসবো না।" চণ্ডীদাস বলেছিলেন তিনি আর কোনদিন পুকুরে আসবেন না।

কিন্তু শুধু পুকুর ঘাটেই দেখা বন্ধ হ'ল না, মন্দিরেও দেখা বন্ধ হলো। জমিদার বিজয়নারায়ণ মন্দিরের রক্ষক, তাই তিনি মন্দিরের প্রধান আচার্য্যকে জানালেন যে রামী ধোপানী আর মন্দিরের অঙ্গন মার্জ্জনা করতে আসতে পাবে না। প্রিয় শিষ্য চণ্ডীদাসের ধর্ম্মহানির আশঙ্কায় আচার্য্য তখুনী রামীর আসার পথ বন্ধ করলেন। মন্দিরের পবিত্রতা রক্ষা করাই জমিদারের উদ্দেশ্য ছিলনা। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল, তরুণী বিধবা রামীর পবিত্রতা নষ্ট করা এবং তিনি বুঝেছিলেন যে, চণ্ডীদাসের ভালবাসার গণ্ডীর বাহিরে রামীকে টেনে না আনতে পারলে তার মনের গণ্ডার ভিতরে জমীদারের প্রবেশ পথ চিরকালই রুদ্ধ থাকবে।

রামী সব বুঝিল। বাহিরে সে অত্যন্ত কঠিন হয়ে উঠলো। হয়তো ভিতরেও সে কঠিন হয়ে যেত কিন্তু তাতে বাধা ছিল তার আশ্রয়দাতা, তার সই কাঁকনের স্বামী—শ্রীদাম।

শ্রীদাম অন্ধ, শ্রীদাম বৃষ্টি-রৌদ্রে শীত-গ্রীষ্মে, তার ঘরের দাওয়ায় বসে একটী সুন্দর শ্রীকৃষ্ণ বিগ্রহের পূজা করে। শ্রীদাম ছিলেন যেন ভাবের অগ্রদূত। তাই কাঁকন যখনরাগের মাথায় মাটির কলসী ভেঙে রামীকে গাল দিয়ে বলে—"গাল দিয়ে যদি তার পিরীতির ভূত ছাড়াতে না পারি তাহলে মা বাশুলীর মন্দিরে মানসিক করে হত্যা দেবো সে মরুক—সে মরুক—সে মরুক।"

পুকুর ঘাট হতে সদ্য প্রত্যাগত রামী সে কথা শুনে মৃদু হেসে গান ধরে, "মরিব মরিব সখি, আমি নিশ্চয় মরিব।" কিন্তু তার হাসি, কাঁকনের রাগ সমস্ত মিলিয়ে যায় যখন শ্রীদাম রামীর গান নিজের কণ্ঠে তুলে নিয়ে শ্রীকৃষ্ণের মূর্ত্তিটিকে কোলে তুলে নিয়ে বনে—"আমার কানু হেন গুণনিধি কারে দিয়ে যাব।"

শ্রীদাম কাঁদে, রামী কাঁদে, কাঁকন মুখ লুকিয়ে ফুঁপিয়ে রামীর কোলে উঠে।

পার্শ্বচর বটুক এসে জমিদারকে বললে, "রামী কিছুতে রাজী হলো না।" জমীদার বললেন—"সোহাগ দেখিয়ে মেয়েছেলে বশ হয় না। তারা বশ হয় ভয়ে, তারা বশ হয় পুরুষের শক্তি দেখে।"

তাই সেদিন যখন জমীদারের মানত পূজার সময়ে তিনি রামী ধোপানীকেও মন্দিরের দরজায় পূজার্থিনী বেশে দেখলেন তখন শক্তিমান জমীদার নিজের শক্তি দেখাবার জন্য অস্পৃশ্য ধোপানীর পূজার ফুল পদতলে দলিত ক'রে তাকে মন্দিরের চত্বর হতে দূর করে দিলেন এবং সুস্পষ্ট জানিয়ে দিলেন যে জমীদার সমাজপতি ও ব্রাহ্মণ, এঁদের যে-কোন আদেশ অমান্য করার জন্য যে শাস্তি পেতে হবে মৃত্যুর চেয়েও কঠিন।

মন্দির দ্বারে হতে বিতাড়িতা—নির্য্যাতিতা, আহতা রামীকে নিজের কোলের কাছে টেনে অন্ধ শ্রীদাম গেয়েছিল।

"আজ তুমি হায় ভুলেছ শ্যাম
তোমার এই শ্যামল ধরা।"

এমনি করে দিনের পর দিন কেটে যায়। রামীও আর পুকুর ঘাটে যায় না। লোকে বলে রামী অসুস্থ—চণ্ডীদাসও তাই শুনেছিলেন। তাই একদিন আশঙ্কায় কম্পিত চরণে যখন তিনি রামীর বাড়ীর দরজায় এলেন তখন সই কাঁকনমালা বললো—সই খায় না, ঘুমোয় না, খালি কাঁদে। সারাদিন টো টো করে ঘুরে বেড়ায়। চণ্ডীদাস আরও শুনলেন যে জমীদার ও আচার্য্যের নিষেধ না মেনে রামী তখন বাশুলীর মন্দিরেই গেছে।

বাশুলীর মন্দিরে চণ্ডীদাস যখন গেলেন তখন রাত্রির অন্ধকারে একা রামী দেবীর মন্দিরের বাহিরে দাঁড়িয়ে কেঁদে এই প্রার্থনা জানাচ্ছিল—"মাগো, এই কর যেন চণ্ডীঠাকুর আমার সুমুখে আর কোন দিন না আসে।" বুকের সব কথা কণ্ঠে চেপে ধরে চণ্ডীদাস ফিরে চলে গেলেন।

এমনি করে দুটী অন্তর পরস্পরকে কাছে পেয়েও দূরে সরিয়ে দিল। বিরহের মাঝে তাদের মিলন নিবিড় হয়ে উঠলো।

কিন্তু সমাজপতি ব্রাহ্মণ-জমিদার যেদিন রামীকে পেলেন না সেদিন তিনি তাঁহার পরিচয় দিলেন। রামীর আশ্রয়দাতা অন্ধ শ্রীদামের বাস্তু ভিটা অগ্নিদাহে দগ্ধ করলেন।

গৃহহারা হয়ে কাঁকন মাটীতে লুটিয়ে পড়লো। শ্রীদাম শ্রীকৃষ্ণ মূর্ত্তিটিকে কোলে নিয়ে বললেন—"কাঁকন চল, গ্রাম ছেড়ে—চলে যাই?"

"কোথায় গো?"

"যে-ঘর তোমার কোনদিন পুড়বেনা—সেই ঘরের উদ্দেশে।"

তাঁরা চলে গেলেন। তাঁদের পিছনে সমাজ-লাঞ্ছিতা, নির্য্যাতিতা—মূর্চ্ছিতা রামীকে বুকে তুলে নিয়ে চণ্ডীদাসও চলে গেলেন গ্রাম ছেড়ে—কোথায়—কে জানে!!

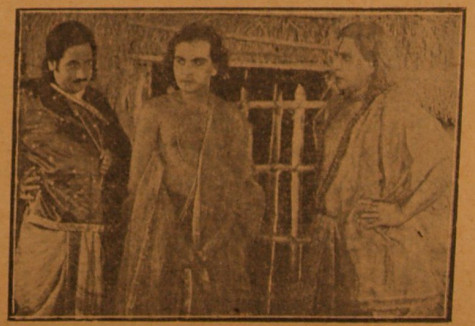

গীত ।

(১)

বঁধু, কি আঁর বলিব তোরে !
অলপ বয়সে পিরীতি করিয়া
রহিতে না দিলি ঘরে ॥
কামনা করিয়া সাগরে মরিব
সাধিব মনের সাধা ॥
মরিয়া হইব শ্রীনন্দের নন্দন
তোমাকে করিব রাধা ॥
পিরীতি করিয়া ছাড়িয়া যাইব
রহিব কদম্ব তলে ।
ত্রিভঙ্গ হইয়া মুরলী বাজাব
যখনি যাইবে জলে ॥
মুরলী শুনিয়া মোহিত হইয়া
সহজ কুলের বালা—
চণ্ডীদাস কয় তখনি জানিবে
পিরীতি কেমন জ্বালা ॥

(২)

সেই যে বাঁশী বাজিয়েছিলে যমুনারি তীয়ে ।
সুরে তা'র প্রেমের ধারা ভাসিয়ে দিল ধরণীরে ॥
আকাশ বাতাস উতলা কি
গাইলো সে সুর বনের পাখী ।
উজল হলো সারা নিখিল
সিনান করি প্রেমের নীরে ॥
আজ তুমি হায়, ভুলেছ শ্যাম—
তোমার এই শ্যামল ধরা,—
দেখি রক্ত-রেখায়, হিংসা-লেখায়,
কলুষে তায় চিত্ত-ভরা ।
এসো এসো দুঃখহরণ, আর্ত্তজনের জীবন শরণ
এসো তেমনি সুরে বাজিয়ে বাঁশী
এসো এসো ফিরে ।

(৩)

গগনে অব ঘন মেঘ দারুণ
সঘন দামিনী ঝলকই ।
কুলিশ পাতন শবদ ঝন ঝন
পবন খরতর বলগই ॥
সজনি, আজু দুরদিন ভেল ।
কান্ত হমারি নিতান্ত অগুসরি
সঙ্কেত কুঞ্জহি গেল ॥
তরল জলধর বরিখে ঝয় ঝর
গরজে ঘন ঘন ঘোর ।
শ্যাম নাগর একলে কৈসনে
পন্থ হেরহি মোর ।

(৪)

শতেক বরষ পরে বধূয়া মিলল ঘরে,
রাধিকার অন্তরে উল্লাস ।
হারানিধি পাইনু বলি লইল হৃদয়ে তুলি,
রাখিতে না সহে অবকাশ ॥
মিলল দুহুঁ তনু কিবা অপরূপ ।
চকোর পাইল চাঁদ পাতিয়া পিরীতি ফাঁদ,
কমলিনী পাওল মধুপ ॥
রস ভরে দুহুঁ তনু থর থর কাঁপই
ঝাঁপই দুহুঁ দোঁহা আবেশে ভোর ।
দুহুঁকো মিলনে আজি নিভাওল আনল
পাওল বিরহক ওর ।

(৫)

ছুঁয়ো না ছুঁয়ো না বধু—ঐখানে থাক
মুকুর লইয়া তব চাঁদ মুখখানি দেখ ॥
নায়নের কাজর বয়ানে লেগেছে
কালোর উপরে কালো ।
প্রভাতে উঠিয়া ও মুখ দেখিনু
দিন যাবে আজি ভাল ।
অধরের তাম্বুল বয়ানে লেগেছে
ঘুমে ঢুলু ঢুলু আঁখি ।

আমা পানে চাও ফিরিয়া দাঁড়াও
নয়ন ভরিয়া দেখি ॥
চাঁচর কেশের চিকণ চূড়া
সে কেন বুকেরি মাঝে।
সিন্দূরের দাগ আছে সর্ব্ব গায়
মোরা হলে মরি লাজে ॥
নীল কমল মলিন হয়েছে
মলিন হয়েছে দেহ।
কোন রসবতী পেয়ে সুধানিধি
নিঙাড়ী লইল সেহ ॥

(৬)

ফরে চল ফিরে চল ফিরে চল আপন ঘরে।
চাওয়া পাওয়া হিসাব মিছে—
আনন্দ আজ আনন্দ রে ॥
আকাশ ভরা জোছনা ধারা—
বাতাস বহে বাঁধন হারা
* * * *
মরণ-নীল সাগর হতে
জীবন বহে সুধা-স্রোতে
মরণে জীবন, জীবনে মরণ
ভয় কি-বা, কি-বা দুঃখ রে ॥
আকাশে পাখী কহিছে গাহি
মরণ নাহি—মরণ নাহি—
দিন রজনী জীবন-ধারা ঐ যে ঝরে ঐ যে ঝরে ॥

Eureka Publicity Service, 157-B, Dharamtala Street, Calcutta.

Released: 24-9-32.

চণ্ডীদাস

৮ই আশ্বিন, ১৩৩৯ সাল

এক আনা

চরিত্র

চণ্ডীদাস	...	দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়
বিজয় নারায়ণ	...	অমর মল্লিক
আচার্য্য	...	মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য
বটুক	...	ধীরেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রীদাম	...	কৃষ্ণচন্দ্র দে (অন্ধ-গায়ক)
চাটুয্যে	...	চানী দত্ত
রামী	...	উমাশশী
কঙ্কণ	...	সুনীলা
পরিচালক ও কথাশিল্পী		দেবকী কুমার বসু
সঙ্গীত পরিচালক	...	রাইচাঁদ বড়াল (অবৈতনিক)
চিত্রশিল্পী	...	নীতীন বসু
শব্দযন্ত্রী	...	মুকুল বসু
ব্যবস্থাপক	...	অমর মল্লিক
রসায়নাগার অধ্যক্ষ	...	সুবোধ গাঙ্গুলী

চির পবিত্র
সলিল স্বচ্ছ
চিরমধুর গন্ধ

এস, ঘোষের
সুবাসিত
নারিকেল তৈল

স্নানে ও নিত্য প্রসাধনে অনাবিল আনন্দ দান করিতে একমাত্র উপাদান।

সোল এজেন্টস্—পাল ফ্রেণ্ডস্ এণ্ড কোং
১৮২নং পুরাতন চিনাবাজার ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।

ফোন: বড়বাজার-৩৭১১
ডি. রতন এণ্ড কোং
আর্টিষ্ট ও ফটোগ্রাফার
২২/১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
দিবারাত্র ফটো তুলিবার ব্যবস্থা আছে!

পুকুরের এপার থেকে রামীর চোখ হ'তে যে-শর নিক্ষিপ্ত হ'তো—তাতে চণ্ডীদাসের মাছ-ধরার চার রোজই ঘুলিয়ে যেতো; কিন্তু তাতে কি-ই বা এসে যায়।

রামী চণ্ডীদাসকে ভালবাসতো। মনে মনে সে চণ্ডীঠাকুরকে পূজা করতো। বাইরে কিন্তু রামী ছিল চণ্ডীদাসের কাছে কখনও একটী প্রহেলিকা, কখনও বা একেবারে নিষ্ঠুরা।

এমনি একদিন এক সকালে, পুকুর ঘাটে কাপড় কাচতে-কাচতে রামী আপন মনে গান গাচ্ছিল, "বঁধু. কি আর বলিব তোরে, অলপ বয়সে পিরীতি করিয়া রহিতে না দিলি ঘরে—" সে গান গাচ্ছিল চণ্ডীদাসেরই রচিত গীতি, আর ভাবছিল তাঁকেই—। হঠাৎ দৃষ্টি পড়লো

ওপারে—। হায়, ঠাকুরটী ঠিক এসে দাঁড়িয়েছেন ছিপ হাতে ওপারে এক কাঠ-করবীর ঝোঁপের পাশে। আজ হঠাৎ রামীর চিত্তে শাশ্বত তরুণ মনের চাঞ্চল্য জেগে উঠলো তার সঙ্গীতে, তার ভঙ্গীতে, তার চক্ষের চাহনীতে! চণ্ডীদাসকে লক্ষ্য করে রামী চণ্ডীদাসেরই রচিত গানের একটী চরণ বার বার বিচিত্র ভঙ্গীতে গাইলো। সে যেন চণ্ডীদাসেরই কাছে জানতে চায় যে, এই যে এমন করে রামী তাকে ভালবাসলো এখন উপায় কি হবে গো? চণ্ডীদাস উত্তর খুজে পান না, উত্তর যদি বা মনে আসে কিন্তু মুখে আসে না। শেষে রামী যখন গান ছেড়ে দিয়ে রাগ করে মুখ ফিরিয়ে নিল তখন চণ্ডীদাসতার উত্তর খুজে পেলেন—

ফেনকা শেভিং ষ্টিক্

ক্ষৌরকর্ম্মে পরিপূর্ণ তৃপ্তিদানে অতুলনীয়। ফেনকার পর্য্যাপ্ত
সুরভিত ফেনপুঞ্জ ক্ষৌরকর্ম্মকে সহজ আরামদায়ক
এবং
মুখমণ্ডলকে স্নিগ্ধ ও লাবণ্যযুক্ত করে।

তিন রকমের তিনটী সুদৃশ্য আধারে
পাওয়া যায়।

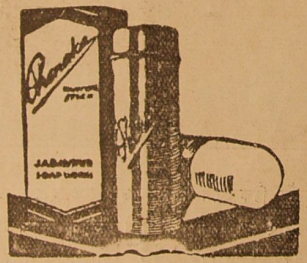

যাদবপুর সোপ ওয়ার্কস,
কলিকাতা

"চণ্ডীদাস কয়, তখনি জানিবে, পিরীতি কেমন জ্বালা।" রামীর মনে হল চণ্ডীদাসের সেই

কণ্ঠস্বরে, সেই গানে, সেই ঝঙ্কারে বিশ্বের আর সব কোলাহল যেন ডুবে গেছে, সে নিজেকে নিঃশেষে সেই সবভোলা সাগরের মাঝে ডুবিয়ে দিল।

কিন্তু সে কতক্ষণ! বাঁশ ঝাড়ের পাশে এসে রামীর সই কাঁকনমালা এতক্ষণ এই সব "ঢলাঢলি" দেখছিল; এখন সে জলের কলসীটীকে ক্রোধচঞ্চল কোমরের উপর জোর করে চেপে বসিয়ে, পৈঁছে দুলিয়ে, কাঁকন বাজিয়ে, তার পায়ের আঘাতে বনতলকে আহত করে রামীর ধ্যানমগ্ন মুখের কাছে এসে দাঁড়ালো। রামী বুঝেছিল তার প্রিয় সখি ক্রুদ্ধ হয়েছেন—তাই সে তার রাগ-রক্তিম গাল দুটি টিপে দিয়ে বলেছিল—"সখি, সুখের সাগরে, দুখ উপজি, ভাগিল যৌবন মোর!" কাঁকনের রাগ মিটল না, সে রামীকে গাল দিয়ে চণ্ডীদাসের দিকে ক্রুদ্ধ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে ঘরে ফিরে গেল।

বেঙ্গল কেমিক্যাল কৃত

উৎকৃষ্ট সাবান

'জয়ন্তী' 'চন্দন' 'রেবা' 'চার্ম্মস'

—:*:—

বিশুদ্ধ উপাদানে প্রকৃষ্ট পদ্ধতিতে প্রস্তুত
ক্ষারলেশহীন ০ অবিকারী ০ স্নিগ্ধ সুরভিত
রূপে গন্ধে স্পর্শে তৃপ্ত করে
সকল ঋতুতে সকল দেহে
নির্ভয়ে ব্যবহার্য্য

—:*:—

বেঙ্গল কেমিক্যাল এণ্ড
ফার্ম্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস, লিঃ,
কলিকাতা

কাঁকনের রাগে রামী হেসেছিল কিন্তু পুকুরের আর এক পাড়ে এক ঝোপের পাশে লুকিয়ে গ্রামের জমীদার বিজয়নারায়ণ আর তার পার্শ্বচর বটুককে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে রামীর মুখের হাসি মিলিয়ে গেল। তাই সেদিন বাড়ী ফেরবার পথে চণ্ডীদাসকে

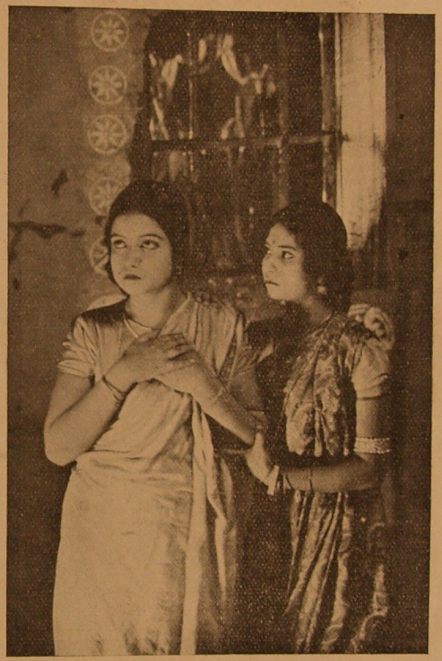

অন্যদিনের মত পথের পাশে গাছের আড়ালে তারই দর্শন আশায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে কঠিন কণ্ঠে বলেছিল—"আর যদি কোনদিন তুমি পুকুর ঘাটে এসো তাহলে আমি আর এখানে আসবো না।" চণ্ডীদাস বলেছিলেন তিনি আর কোনদিন পুকুরে আসবেন না।

কিন্তু শুধু পুকুর ঘাটেই দেখা বন্ধ হ'ল না, মন্দিরেও দেখা বন্ধ হলো। জমীদার বিজয়নারায়ণ মন্দিরের রক্ষক তাই তিনি মন্দিরের প্রধান আচার্য্যকে জানালেন যে, রামী ধোপানী আর মন্দিরের অঙ্গন মার্জ্জনা করতে আসতে পাবে না। প্রিয়শিষ্য চণ্ডীদাসের

আপনার প্রিয় সাবান

প্রসাধনের শ্রেষ্ঠ অঙ্গ—রূপ ও লাবণ্য
বর্দ্ধনে অনুপম।

বিশুদ্ধ উপাদানে প্রস্তুত, মনোরম সুরভিযুক্ত
ও সুদৃশ্য আধারে রক্ষিত।

যাদবপুর সোপ ওয়ার্কস্
২৯, ষ্ট্রাণ্ড রোড, কলিকাতা

ধর্ম্মহানির আশঙ্কায় আচার্য্য তখুনী রামীর আসার পথ বন্ধ করলেন। মন্দিরের পবিত্রতা রক্ষা করাই জমিদারের উদ্দেশ্য ছিলনা। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল, তরুণী বিধবা রামীর পবিত্রতা নষ্ট করা এবং তিনি বুঝেছিলেন যে, চণ্ডীদাসের ভালবাসার গণ্ডীর বাহিরে রামীকে টেনে না আনতে পারলে তার মনের গণ্ডীর ভিতরে জমীদারের প্রবেশ পথ চিরকালই রুদ্ধ থাকবে।

রামী সব বুঝিল। বাহিরে সে অত্যন্ত কঠিন হয়ে উঠলো। হয়ত ভিতরেও সে কঠিন হয়ে যেত কিন্তু তাতে বাধা ছিল তার আশ্রয়দাতা, তার সই কাঁকনের স্বামী—শ্রীদাম।

শ্রীদাম অন্ধ, শ্রীদাম বৃষ্টি রৌদ্রে শীত গ্রীষ্মে তার ঘরের দাওয়ায় বসে একটী সুন্দর শ্রীকৃষ্ণ বিগ্রহের পূজা করে। শ্রীদাম ছিলেন যেন ভাবের অগ্রদূত। তাই কাঁকন যখন রাগের মাথায় মাটির কলসী ভেঙে রামীকে গাল দিয়ে বলে—"গাল দিয়ে যদি তার পিরীতের ভূত ছাড়াতে না পারি তাহলে মা বাশুলীর মন্দিরে মানসিক করে হত্যা দেবো সে মরুক—সে মরুক—সে মরুক।"

প্রস্তুত কারক—

হিমানী ওয়ার্কস্

বেলগাছিয়া * * * * কলিকাতা

পুকুর ঘাট হতে সদ্য প্রত্যাগত রামী সে কথা শুনে মৃদু হেসে গান ধরে, "মরিব মরিব সখি, আমি নিশ্চয় মরিব।" কিন্তু তার হাসি, কাঁকনের রাগ সমস্ত মিলিয়ে যায় যখন শ্রীদাম রামীর গান নিজের কণ্ঠে তুলে নিয়ে শ্রীকৃষ্ণের মূর্ত্তিটিকে কোলে তুলে নিয়ে বলে— "আমার কানু হেন গুণনিধি কারে দিয়ে যাব।"

শ্রীদাম কাঁদে, রামী কাঁদে, কাঁকন রামীর কোলে মুখ লুকিয়ে ফুঁপিয়ে উঠে। পার্শ্বচর বটুক এসে জমীদারকে বললে, "রামী কিছুতে রাজী হলো না।" জমীদার

স্বদেশী মেলা

১৫৭এ, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।

স্বদেশী দ্রব্যের বিপুল সমাবেশ

প্রবেশ দক্ষিণা—/০

প্রত্যহ সন্ধ্যায় নানা প্রকার আমোদ প্রমোদের ব্যবস্থা আছে।

প্রতিদিন বৈকাল ৪টার সময় মেলার দ্বার খোলা হয়।

মার্গো সোপ

মনোরম সুগন্ধিযুক্ত এই নিম সাবান নিত্য স্নানে ব্যবহারে চর্ম্ম স্নিগ্ধ, মসৃণ ও নির্ম্মল রাখে। শিশুর কোমল দেহে অবাধে ব্যবহার করা চলে। একাধারে ভেষজ ও প্রসাধন দ্রব্য। জান্তব চর্ব্বি শূন্য।

ক্যালকাটা কেমিক্যাল কোং লিঃ
বালিগঞ্জ :: কলিকাতা

বললেন—"সোহাগ দেখিয়ে মেয়েছেলে বশ হয় না। তারা বশ হয় ভয়ে, তারা বশ হয় পুরুষের শক্তি দেখে।"

তাই সেদিন যখন জমীদারের মানত পূজার সময়ে তিনি রামী ধোপানীকেও মন্দিরের দরজায় পূজার্থিনী বেশে দেখলেন তখন শক্তিমান জমীদার নিজের শক্তি দেখাবার জন্যে

অস্পৃশ্য ধোপানীর পূজার ফুল পদতলে দলিত ক'রে তাকে মন্দিরের দুয়ার হতে দূর করে দিলেন এবং সুস্পষ্ট জানিয়ে দিলেন যে, জমীদার সমাজপতি ও ব্রাহ্মণ এঁদের যে-কোন আদেশ অমান্য করার জন্যে যে-শাস্তি পেতে হবে তা মৃত্যুর চেয়েও কঠিন।

মন্দির দ্বারে হতে বিতাড়িত—নির্য্যাতিত, আহত রামীকে নিজের কোলের কাছে টেনে অন্ধ শ্রীদাম গেয়েছিল

"আজ তুমি হায় ভুলেছ শ্যাম
তোমার এই শ্যামল ধরা।"

এমনি করে দিনের পর দিন কেটে যায়। রামীও আর পুকুর ঘাটে যায় না। লোকে বলে রামী অসুস্থ—চণ্ডীদাসও তাই শুনেছিলেন। তাই একদিন আশঙ্কায় কম্পিত চরণে

"দীপ্তি" স্নো

নিত্য প্রসাধনে
আননে দীপ্তি ও
মনে তৃপ্তি আনে

সর্ব্বত্র পাওয়া যায়

দীপ্তি কেমিক্যাল ওয়ার্কস্

পোষ্ট বক্স ৭৮২৪ কলিকাতা।

It will pay

YOU

To Advertise in
the pages of this Programme.

MAXIMUM CIRCULATION AT A MINIMUM COST.

FOR PARTICULARS ENQUIRE OF

THE PUBLICITY OFFICER, CHITRA

OR

THE EUREKA PUBLICITY SERVICE

157-B, DHARAMTALA STREET, CALCUTTA.

যখন তিনি রামীর বাড়ীর দরজায় এলেন তখন সই কাঁকনমালা বললো—সই খায় না, ঘুমোয় না, খালি কাঁদে। সারাদিন টো টো করে ঘুরে বেড়ায়। চণ্ডীদাস আরও শুনলেন যে জমীদার ও আচার্য্যের নিষেধ না মেনে রামী তখন বাশুলীর মন্দিরেই গেছে।

বাশুলীর মন্দিরে চণ্ডীদাস যখন গেলেন তখন রাত্রির অন্ধকারে একা রামী দেবীর মন্দিরের বাইরে দাঁড়িয়ে কেঁদে এই প্রার্থনা জানাচ্ছিল—"মাগো, এই কর যেন চণ্ডীঠাকুর আমার সুমুখে আর কোন দিন না আসে।" বুকের সব কথা কণ্ঠে চেপে ধরে চণ্ডীদাস ফিরে চলে গেলেন।

এমনি করে দুটী অন্তর পরস্পরকে কাছে পেয়েও দূরে সরিয়ে দিল। বিরহের মাঝে তাদের মিলন নিবিড় হয়ে উঠলো।

কিন্তু সমাজপতি ব্রাহ্মণ-জমিদার যেদিন রামীকে পেলেন না সেদিন তিনি তাঁর পৌরুষের পরিচয় দিলেন। রামীর আশ্রয়দাতা অন্ধ শ্রীদামের বাস্তু ভিটা অগ্নিদাহে দগ্ধ করলেন।

গৃহহারা হয়ে কাঁকন মাটীতে লুটিয়ে পড়লো। শ্রীদাম শ্রীকৃষ্ণ মূর্ত্তিটিকে কোলে তুলে নিয়ে বললেন—"কাঁকন চল, গ্রাম ছেড়ে—চলে যাই?"

"কোথায় গো?"

"যে-ঘর তোমার কোনদিন পুড়বে না—সেই ঘরের উদ্দেশে।"

তাঁরা চলে গেলেন। তাঁদের পিছনে সমাজ-লাঞ্ছিতা, নির্য্যাতিতা—মূর্চ্ছিতা রামীকে বুকে তুলে নিয়ে চণ্ডীদাসও চলে গেলেন গ্রাম ছেড়ে—কোথায়—কে জানে!!

সঙ্গীত পরিচালক রাইচাঁদ বড়াল ও তাঁহার সহকর্ম্মিগণ

গীত

(১)

বঁধু, কি আর বলিব তোরে !
অলপ বয়সে পিরীতি করিয়া
রহিতে না দিলি ঘরে ॥

কামনা করিয়া সাগরে মরিব
সাধিব মনের সাধা।
মরিয়া হইব শ্রীনন্দের নন্দন
তোমারে করিব রাধা ॥

পিরীতি করিয়া ছাড়িয়া যাইব
রহিব কদম্ব তলে।
ত্রিভঙ্গ হইয়া মুরলী বাজাব
যখনি যাইবে জলে ॥

মুরলী শুনিয়া মোহিত হইয়া
সহজ কুলের বালা—
চণ্ডীদাস কয় তখনি জানিবে
পিরীতি কেমন জ্বালা ॥

——

(২)

সেই যে বাঁশী বাজিয়েছিলে যমুনারি তীরে।
সুরে তা'র প্রেমের ধারা ভাসিয়ে দিল ধরণীরে ॥
আকাশ বাতাস উতলা কি
গাইলো সে সুর বনের পাখী।
উজল হলো সারা নিখিল
সিনান করি প্রেমের নীরে ॥

আজ তুমি হায়, ভুলেছ শ্যাম—
তোমার এই শ্যামল ধরা,—
দেখি রক্ত-রেখায়, হিংসা-লেখায়,
কলুষে তায় চিত্ত-ভরা।
এসো এসো দুঃখহরণ, আর্ত্তজনের জীবন শরণ,
এসো তেমনি সুরে বাজিয়ে বাঁশী
এসো এসো ফিরে

——

(৩)

গগনে অব ঘন মেঘ দারুণ
সঘন দামিনী ঝলকই।
কুলিশ পাতন শবদ ঝন ঝন
পবন খরতর বলগই ॥

সজনি, আজু দুরদিন ভেল।
কান্ত হমারি নিতান্ত অগুসরি
সঙ্কেত কুঞ্জহি গেল ॥

তরল জলধর বরিখে ঝর ঝর
গরজে ঘন ঘন ঘোর।
শ্যাম নাগর একলে কৈসনে
পন্থ হেরহি মোর ॥

——

(৪)

শতেক বরষ পরে বধুয়া মিলল ঘরে.
রাধিকার অন্তরে উল্লাস।
হারানিধি পাইনু বলি লইল হৃদয়ে তুলি,
রাখিতে না সহে অবকাশ ॥

মিলল দুহুঁ তনু কিবা অপরূপ।
চকোর পাইল চাঁদ পাতিয়া পিরীতি ফাঁদ
কমলিনী পাওল মধুপ ॥

রস ভরে দুহুঁ তনু থর থর কাঁপই
ঝাঁপই দুহুঁ দোঁহা আবেশে ভোর।
দুহুঁকো মিলনে আজি নিভাওল আনল
পাওল বিরহক ওর ॥

——

(৫)

ছুঁয়ো না ছুঁয়ো না বধূ—ঐখানে থাক
মুকুর লইয়া তব চাঁদ মুখখানি দেখ ॥

নায়নের কাজর বয়ানে লেগেছে
কালোর উপরে কালো।
প্রভাতে উঠিয়া ও মুখ দেখিনু
দিন যাবে আজি ভাল॥

অধরের তাম্বুল বয়ানে লেগেছে
ঘুমে ঢুলু ঢুলু আঁখি।
আমা পানে চাও ফিরিয়া দাঁড়াও
নয়ন ভরিয়া দেখি॥

চাঁচর কেশের চিকণ চূড়া
সে কেন বুকের মাঝে।
সিন্দূরের দাগ আছে সর্ব্ব গায়
মোরা হলে মরি লাজে॥

নীল কমল মলিন হয়েছে
মলিন হয়েছে দেহ।
কোন রসবতী পেয়ে সুধানিধি
নিঙাড়ী লইল সেহ॥

——

(৬)

ফিরে চল ফিরে চল ফিরে চল আপন ঘরে।
চাওয়া পাওয়ার হিসাব মিছে—
আনন্দ আজ আনন্দ রে॥
আকাশ ভরা জ্যোছনা ধারা—
বাতাস বহে বাঁধন-হারা।
প্রেমের সুরে ভরা ভুবন, ব্যথা বেদন ঘুচিল রে

* * * *

মরণ-নীল সাগর হতে
জীবন বহে সুধা-স্রোতে
মরণে জীবন, জীবনে মরণ
ভয় কি-বা, কি-বা দুঃখ রে॥
আকাশে পাখী কহিছে গাহি
মরণ নাহি—মরণ নাহি—
দিন রজনী জীবন-ধারা ঐ যে ঝরে ঐ যে ঝরে॥

——

PRINTED BY
KAMALA KANTA DALAL AT THE KANTIK PRESS
44, KAILAS BOSE ST., CALCUTTA.

চণ্ডীদাস—

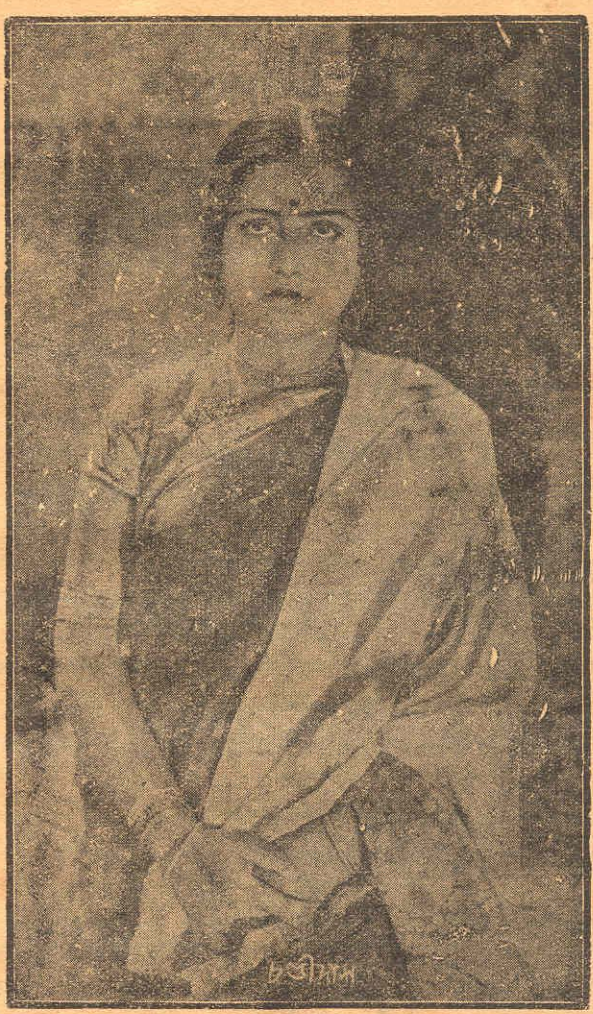

নিউ থিয়েটার্স

=চরিত্র=

চণ্ডীদাস	...	দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়
বিজয় নারায়ণ	...	অমর মল্লিক
আচার্য্য	...	মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য
বটুক	...	ধীরেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রীদাম	...	কৃষ্ণচন্দ্র দে (অন্ধগায়ক)
চাটুয্যে	...	চানী দত্ত
রামী	...	উমাশশী
কঙ্কণ	...	সুনীলা

পরিচালক ও কথাশিল্পী	...	দেবকী কুমার বসু
সঙ্গীত পরিচালক	...	রাইচাঁদ বড়াল (অবৈতনিক)
চিত্রশিল্পী	...	নীতীন বসু
শব্দযন্ত্রী	...	মুকুল বসু
ব্যবস্থাপক	...	অমর মল্লিক
রসায়নাগার অধ্যক্ষ	...	সুবোধ গাঙ্গুলী

চণ্ডীদাস

কয়েক-শ বছর আগেকার কথা।

এই বাঙ্গলারই এক পল্লীভূমিতে জাগ্রতা দেবী বাশুলীর মন্দিরে পূজারীর কাজ করতেন তরুন কবি চণ্ডীদাস। ধোপার মেয়ে রামী সেই মন্দিরের বাইরে অঙ্গন মার্জ্জন করতো। কবি চণ্ডীদাস মন্দিরের কাজের অবসরে স্বরচিত গীত গুণ-গুণ করে গাইতেন—রামী মুগ্ধ হয়ে শুনতো—এবং সে-ও গাইতো। এমনি করে যখন কিছু কাল কেটে গেল তখন—ব্রাহ্মণের ছেলে হয়েও চণ্ডীদাস ধোপার

মেয়ে বিধবা রামীকে এমনি ভালবাসলেন যে, মন্দিরের কাজ ছেড়ে মাছ-ধরার অছিলায় তিনি প্রায়ই এমন এক সময়ে একটি বিশেষ পুকুরের পাড়ে এসে বসতেন যার ওপারে ঠিক সেই সময়ে—রামী আসতো ধোপার ভাটীর ওপরে কাপড় কাচবার জন্য।

পুকুরের এপার থেকে রামীর চোখ হ'তে যে শর নিক্ষিপ্ত হ'তো—তাতে চণ্ডীদাসের মাছধরার চার রোজই ঘুলিয়ে যেতো; কিন্তু তাতে কি-ই বা এসে যায়।

রামী চণ্ডীদাসকে ভালোবাসতো। মনে মনে সে চণ্ডীঠাকুরকে পূজা করতো। বাইরে কিন্তু রামী ছিল চণ্ডীদাসের কাছে কখনও একটি প্রহেলিকা, কখনও বা একেবারে নিষ্ঠুরা।

এমনি একদিন এক সকালে, পুকুর ঘাটে কাপড় কাচতে-কাচতে রামী আপন মনে গান গাচ্ছিল, "বধূ কি আর বলিব তোরে, অলপ বয়সে পিরীতি করিয়া রহিতে না দিলি ঘরে—" সে গান গাচ্ছিল চণ্ডীদাসেরই রচিত গীতি, আর ভাবছিল তাঁকেই—। হঠাৎ দৃষ্টি পড়লো ওপারে—। হায়, ঠাকুরটী ঠিক এসে দাঁড়িয়েছেন ছিপ হাতে ওপারে এক কাঠ-করবীর ঝোপের পাশে! আজ হঠাৎ রামীর চিত্তে শাশ্বত তরুণ মনের চাঞ্চল্য জেগে উঠলো তার সঙ্গীতে, তার ভঙ্গীতে, তার চক্ষের চাহনীতে! চণ্ডীদাসকে লক্ষ্য করে রামী চণ্ডীদাসেরই রচিত গানের একটি চরণ বার বার বিচিত্র ভঙ্গীতে গাইলো। সে যেন চণ্ডীদাসেরই কাছে জানতে চায় যে, এই যে এমন করে রামী তাকে ভালবাসলো এখন উপায় কি হবে গো? চণ্ডীদাস উত্তর খুঁজে পান না, উত্তর যদি বা মনে আসে কিন্তু মুখে আসে না। শেষে রামী যখন গান ছেড়ে দিয়ে রাগ করে মুখ ফিরিয়ে নিলে তখন চণ্ডীদাস তার উত্তর খুঁজে পেলেন—"চণ্ডীদাস কয়, তখনি জানিবে, পিরীতি কেমন জ্বালা।" রামীর মনে হল চণ্ডীদাসের সেই কণ্ঠস্বর, সেই গানে সেই ঝঙ্কারে বিশ্বের আর সব কোলাহল যেন ডুবে গেছে, সে নিজেকে নিঃশেষে সেই সবভোলা সাগরের মাঝে ডুবিয়ে দিলে।

কিন্তু সে কতক্ষণ! বাঁশ ঝাড়ের পাশে এসে রামীর সই কাঁকনমালা এতক্ষণ এই সব "ঢলাঢলি" দেখছিল; এখন সে জলের কলসীটীকে ক্রোধচঞ্চল কোমরের উপর জোর করে চেপে বসিয়ে, পৈঁছে দুলিয়ে, কাঁকন বাজিয়ে, তার পায়ের আঘাতে বনতলকে আহত করে রামীর ধ্যানমগ্ন মুখের কাছে এসে দাঁড়ালো। রামী বুঝেছিল তার প্রিয় সখি ক্রুদ্ধ হয়েছেন—তাই সে তার রাগ রক্তিম-গাল দুটি টিপে দিয়ে বলেছিল—"সখি সুখের সাগরে, দুঃখ উপজি, ভাসিল যৌবন মোর!" কাঁকনের রাগ মিটল না, সে রামীকে গাল দিয়ে চণ্ডীদাসের দিকে ক্রুদ্ধ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে ঘরে ফিরে গেল।

কাঁকনের রাগে রামী হেসেছিল কিন্তু পুকুরের আর এক পাড়ে এক ঝোপের পাশে লুকিয়ে গ্রামের জমিদার বিজয়নারায়ণ আর তার পার্শ্বচর বটুককে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে রামীর মুখের হাসি মিলিয়ে গেল। তাই সেদিন বাড়ী ফেরবার পথে চণ্ডীদাসকে অন্যদিনের মত পথের পাশে গাছের আড়ালে তারই দর্শন আশায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে কঠিন কণ্ঠে বলেছিল—"আর যদি কোনদিন তুমি পুকুর ঘাটে আসো তাহলে আমি আর এখানে আসবো না।" চণ্ডীদাস বলেছিলেন, তিনি আর কোন দিন পুকুরে আসিবেন না।

কিন্তু শুধু পুকুর ঘাটেই দেখা বন্ধ হ'ল না, মন্দিরের দেখা বন্ধ হলো। জমীদার বিজয়নারায়ণ মন্দিরের রক্ষক, তাই তিনি মন্দিরের প্রধান আচার্য্যকে জানালেন যে, রামী ধোপানী আর মন্দিরের অঙ্গন মার্জ্জন করতে আসতে পারে না। প্রিয়শিষ্য চণ্ডীদাসের ধর্ম্মহানির আশঙ্কায় আচার্য্য তখুনি রামীর আসার পথ বন্ধ করলেন। মন্দিরের পবিত্রতা রক্ষা করাই জমিদারের উদ্দেশ্য ছিলনা। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল, তরুণী বিধবা রামীর পবিত্রতা নষ্ট করা এবং তিনি বুঝেছিলেন যে, চণ্ডীদাসের ভালবাসার গণ্ডীর বাহিরে রামীকে টেনে না আনতে পারলে তার মনের গণ্ডীর ভিতরে জমিদারের প্রবেশ পথ চিরকালই রুদ্ধ থাকবে।

রামী সব বুঝিল। বাহিরে সে অত্যন্ত কঠিন হয়ে উঠলো। হয়ত ভিতরেও সে কঠিন হয়ে যেত কিন্তু তাতে বাধা ছিল তার আশ্রয়দাতা তার সই কাঁকনের স্বামী—শ্রীদাম।

শ্রীদাম অন্ধ, শ্রীদাম বৃষ্টি-রৌদ্রে, শীত-গ্রীষ্মে, তার ঘরের দাওয়ায় বসে একটী সুন্দর শ্রীকৃষ্ণ বিগ্রহের পূজা করে। শ্রীদাম ছিলেন যেন ভাবের অগ্রদূত। তাই কাঁকন যখন রাগের মাথায় মাটির কলসী ভেঙ্গে রামীকে গাল দিয়ে বলে—"গাল দিয়ে যদি তোর পিরীতের ভূত ছাড়াতে না পারি তা হলে মা বাশুলীর মন্দিরে মানসিক করে হত্যা দেবো, সে মরুক—সে মরুক—সে মরুক।"

পুকুর ঘাট হতে সদ্য প্রত্যাগতা রামী সে কথা শুনে মৃদু হেসে গান ধরে, "মরিব মরিব সখি, নিশ্চয় মরিব।" কিন্তু তার হাসি, কাঁকনের রাগ সমস্ত মিলিয়ে যায় যখন শ্রীদাম রামীর গান নিজের কণ্ঠে তুলে নিয়ে শ্রীকৃষ্ণের মূর্ত্তিটিকে কোলে তুলে নিয়ে বলে—আমার কানু হেন গুণ নিধি কারে দিয়ে যাব।"

শ্রীদাম কাঁদে, রামী কাঁদে, কাঁকন মুখ লুকিয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে রামীর কোলে কাঁদে।

পার্শ্বচর বটুক এসে জমিদারকে বললে, "রামী কিছুতেই রাজী হল না।" জমীদার বললেন—"সোহাগ দেখিয়ে মেয়েছেলে বশ হয় না। তারা বশ হয় ভয়ে, তারা বশ হয় পুরুষের শক্তি দেখে।

তাই সেদিন যখন জমিদারের মানত পূজার সময়ে তিনি রামী ধোপানীকেও মন্দিরের দরজায় পূজার্থিনী বেশে দেখলেন তখন শক্তিমান জমিদার নিজের শক্তি দেখাবার জন্যে অস্পৃশ্য ধোপানীর পূজার ফুল পদতলে দলিত ক'রে তাকে মন্দিরের দুয়ার হতে দূর করে দিলেন এবং সুস্পষ্ট জানিয়ে দিলেন যে, জমিদার, সমাজপতি ও ব্রাহ্মণ, এঁদের যে কোন আদেশ অমান্য করার জন্যে যে-শাস্তি পেতে হবে তা মৃত্যুর চেয়েও কঠিন!

মন্দির দ্বার হতে বিতাড়িতা—নির্য্যাতিতা, আহতা রামীকে নিজের কোলে টেনে অন্ধ শ্রীদাম গেয়েছিল—

"আজ তুমি হায় ভুলেছ শ্যাম
তোমার এই শ্যামল ধরা।"

এমনি করে দিনের পর দিন কেটে যায়। রামীও আর পুকুর ঘাটে যায় না। লোকে বলে রামী অসুস্থ—চণ্ডীদাসও তাই শুনেছিলেন। তাই একদিন আশঙ্কায় কম্পিত চরণে যখন তিনি রামীর বাড়ীর দরজায় এলেন তখন সই কাঁকনমালা বললে—সই খায় না, ঘুমোয় না খালি কাঁদে। সারাদিন টো টো করে ঘুরে বেড়ায়। চণ্ডীদাস আরও শুনলেন যে জমিদার ও আচার্য্যের নিষেধ না মেনে রামী তখন বাশুলীর মন্দিরেই গেছে।

বাশুলীর মন্দিরে চণ্ডীদাস যখন গেলেন তখন রাত্রির অন্ধকারে একা রামী দেবীর মন্দিরের বাইরে দাঁড়িয়ে কেঁদে এই প্রার্থনা জানাচ্ছিল—"মাগো এই কর যেন চণ্ডীঠাকুর আমার সুমুখে আর কোন দিন না আসে।" বুকের সব কথা কণ্ঠে চেপে ধরে চণ্ডীদাস ফিরে চলে গেলেন।

এমনি করে দুটি অন্তর পরস্পরকে কাছে পেয়েও দূরে সরিয়ে দিলে। বিরহের মাঝে তাদের মিলন নিবিড় হয়ে উঠলো।

কিন্তু সমাজপতি ব্রাহ্মণ জমিদার যেদিন রামীকে পেলেন না সেদিন তিনি তাঁর পৌরুষের পরিচয় দিলেন। রামীর আশ্রয়দাতা অন্ধ শ্রীদামের বাস্তু ভিটা অগ্নিদাহে দগ্ধ করিলেন।

গৃহহারা হয়ে কাঁকন মাটিতে লুটিয়ে পড়লো। শ্রীদাম শ্রীকৃষ্ণ মূর্ত্তিটিকে কোলে তুলে নিয়ে বললেন—"কাঁকন চল, গ্রাম ছেড়ে—চলে যাই!"

কোথায় গো?

"যে ঘর তোমার কোনদিন পুড়বে না সেই ঘরের উদ্দেশ্যে।"

তাঁরা চলে গেলেন। তাঁদের পিছনে সমাজ-লাঞ্ছিতা, নির্য্যাতিতা—মূর্চ্ছিতা রামীকে বুকে তুলে নিয়ে চণ্ডীদাসও চলে গেলেন গ্রাম ছেড়ে—কোথায়—কে জানে!!

—গীত—

(১)

বঁধু, কি আর বলিব তোরে।
অলপ বয়সে পিরীতি করিয়া
রহিতে না দিলি ঘরে ॥
কামনা করিয়া সাগরে মরিব
সাধিব মনের সাধা।
মরিয়া হইব শ্রীনন্দের নন্দন
তোমারে করিব রাধা ॥
পিরীতি করিয়া ছাড়িয়া যাইব
রহিব কদম্ব তলে।
ত্রিভঙ্গ হইয়া মুরলী বাজাব
যখনি যাইবে জলে ॥
মুরলী শুনিয়া মোহিত হইয়া
সহজ কুলের বালা—
চণ্ডীদাস কয় তখনি জানিবে
পিরীতি কেমন জ্বালা ॥

(২)

সেই যে বাঁশী বাজিয়েছিলে যমুনারি তীরে।
সুরে তা'র প্রেমের ধারা ভাসিয়ে দিল ধরণীরে ॥
আকাশ বাতাস উতলা কি
গাইলো সে সুর বনের পাখী।
উজল হলো সারা নিখিল
সিনান করি প্রেমের নীরে ॥
আজ তুমি হায়, ভুলেছ শ্যাম—
তোমার এই শ্যামল ধরা ॥
দেখি রক্ত-রেখায়, হিংসা লেখায়,
কলুষে তায় চিত্ত-ভরা।
এসো এসো দুঃখহরণ, আর্ত্তজনের জীবন শরণ,
এসো তেমনি সুরে বাজিয়ে বাঁশী
এসো এসো ফিরে ॥

(৩)

গগনে অব ঘন মেঘ দারুণ
সঘন দামিনী ঝলকই।
কুলিশ পাতন শবদ ঝন ঝন
পবন খরতর বলগই ॥
সজনি, আজু দুরদিন ভেল।
কান্ত হমারি নিতান্ত অগুসরি
সঙ্কেত কুঞ্জহি গেল ॥
তরল জলধর বরিখে ঝর ঝর
গরজে ঘন ঘন ঘোর।
শ্যাম নাগর একলে কৈসনে
পন্থ হেরাহি মোর ॥

(৪)

শতেক বরষ পরে বধুয়া মিলিল ঘরে,
রাধিকার অন্তরে উল্লাস।
হারানিধি পাইনু বলি লইল হৃদয়ে তুলি
রাখিতে না সহে অবকাশ ॥

মিলল দুহুঁ তনু কিবা অপরূপ।
চকোর পাইল চাঁদ পাতিয়া পিরীতি ফাঁদ
কমলিনী পাওল মধুপ ॥
রস ভরে দুহুঁ তনু থর থর কাঁপই
ঝাঁপই দুহুঁ দোঁহা আবেশে ভোর ॥
দুহুঁকো মিলনে আজি নিভাওল আনল
পাওল বিরহক ওর ॥

(৫)

ছুঁয়ো না ছুঁয়ো না বধু-ঐখানে থাক
মুকুর লইয়া তব চাঁদ মুখখানি দেখ ॥
নয়নের কাজর বয়ানে লেগেছে
কালোর উপরে কালো।
প্রভাতে উঠিয়া ও মুখ দেখিনু
দিন যাবে আজি ভাল ॥
অধরের তাম্বুল বয়ানে লেগেছে
ঘুমে ঢুলু ঢুলু আঁখি।
আমা পানে চাও ফিরিয়া দাঁড়াও
নয়ন ভরিয়া দেখি ॥
চাঁচর কেশের চিকণ চুড়া
সে কেন বুকের মাঝে।
সিন্দুরের দাগ আছে সর্ব্ব গায়
মোরা হলে মরি লাজে ॥
নীল কমল মলিন হয়েছে
মলিন হয়েছে দেহ।
কোন রসবতী পেয়ে সুধানিধি
নিঙাড়ী লইল সেহ ॥

(৬)

ফিরে চল ফিরে চল ফিরে চল আপন ঘরে।
চাওয়া পাওয়ার হিসাব মিছে—
আনন্দ আজ আনন্দ রে ॥
আকাশ ভরা জোছনা ধারা—
বাতাস বহে বাঁধন হারা।
প্রেমের সুরে ভরা ভুবন, ব্যথা বেদন ঘুচিবে রে।
* * * *
মরণ-নীল সাগর হতে
জীবন বহে সুধা স্রোতে
মরণে জীবন, জীবনে মরণ
ভয় কি-বা, কি-বা দুঃখ রে ॥
আকাশে পাখী কহিছে গাহি
মরণ নাহি মরণ নাহি—
দিন রজনী জীবন-ধারা ঐ যে ঝরে ঐ যে ঝরে ॥

এ পথে যারা এসেছিল--

* ভাগ্যচক্র

* দিদি

* দেবদাস

* মীরাবাই

* সাপুড়ে

* বিদ্যাপতি

* উদয়ের পথে

* প্রতিবাদ

* রায়ের স্বমতি

* মন্ত্রমুগ্ধ

—: বি ষ্ণু প্রি য়া :—

নিউ থিয়েটার্সের বাংলা চিত্রের একমাত্র পরিবেশক

অরোরা ফিল্ম কর্পোরেশন লিমিটেড

MAHAJATI ART PRESS, CALCUTTA 25.